রাজধানী টিভিতে নিয়োগ পেলেন হাসানুজ্জামান

বাংলাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় আইপি টেলিভিশন রাজধানী টিভিতে নিয়োগ পেয়েছেন মোঃ হাসানুজ্জামান।

গতকাল রোববার রাতে বাংলামোটর রাজধানী টেলিভিশনের প্রধান কার্যালয় থেকে মোঃ হাসানুজ্জামানের হাতে এইচআর অ্যাডমিন মোঃ আতিক স্বপন ও সিইও মোঃ লিটন হোসেন নিয়োগপত্র তুলে দেন।

রাজধানী টিভিতে নিয়োগ পাওয়ায় মোঃ হাসানুজ্জামান কে অভিনন্দন জানিয়েছেন সাংবাদিক সমাজসহ মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার সুধীজন। তারা আশা প্রকাশ করেন, পেশাদারিত্ব ও সততার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে তিনি গণমাধ্যমে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবেন।

সড়ক নির্মাণে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ

দরপত্র আহবানের অনেক পরে সড়ক পাকা করণের কাজ শুরু হলেও নির্মাণকাজে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে ঠিকাদারের বিরুদ্ধে। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদি ইউনিয়নের সিংহাটি গ্রামবাসী। তাদের অভিযোগ, যথাযথ মান বজায় না রেখে দায়সারা কাজ করা হলে কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এ সড়কটি অল্প সময়েই নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

সদর উপজেলা স্থানীয় সরকার বিভাগ (এলজিইডি) সূত্রে জানা গেছে, ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে জিআরআইডিপি প্রকল্পের আওতায় শোলমারি মুচিগাড়ি ও সিংহাটি নাড়াপোতা মাঠ এলাকায় প্রায় ১ কোটি ৯৯ লাখ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সড়ক নির্মাণকাজ শুরু হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় শোলমারি মুচিগাড়ি এলাকায় ১ হাজার ৩০০ মিটার এবং সিংহাটি নাড়াপোতা মাঠ এলাকায় ৭৫০ মিটার সড়ক নির্মাণ করা হচ্ছে। কাজটির

কার্যাদেশ পেয়েছে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ইএমএস সলিউশনের স্বত্বাধীকারী জান্নাতুল ফেরদৌস।

বর্তমানে সিংহাটি নাড়াপোতা মাঠ এলাকার অংশে ডব্লিউবিএম এরকাজ চলছে। তবে স্থানীয়দের অভিযোগ, নির্মাণকাজে প্রকল্পের নির্ধারিত মান ও নিয়ম যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে না।

সরেজমিনে দেখা যায়, ডব্লিউবিএম কাজে উন্নতমানের ইটের খোয়া ব্যবহারের পরিবর্তে আধলা, কাদা-মাটি মাখানো এবং পুরানো ঘরের দেয়াল ভাঙ্গা সিমেন্টযুক্ত জোড়া লাগা নিম্নমানের ইটের খোয়াও ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়া সাব-বেস স্তরে কাঁদাযুক্ত বালু ব্যবহারেরও অভিযোগ রয়েছে।

স্থানীয়দের দাবি, রাস্তার প্রাথমিক কাজের সময়ও নিম্নমানের বালু ও নির্মাণসামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছিল। অভিযোগের পর কিছু বালু সরিয়ে নেওয়া হলেও পরবর্তীতে নিম্নমানের বালু ও ইট দিয়ে কাজ সম্পন্ন করা হয়। দীর্ঘ বিরতির পর দ্বিতীয় স্তরের কাজ শুরু হলে এবারও নিম্নমানের ইটের খোয়া ব্যবহার করতে দেখা যাচ্ছে বলে অভিযোগ তাদের।

স্থানীয় একাধিক বাসিন্দা বলেন, এই মাঠে এলাকার প্রায় দুই হাজার মানুষের জমি রয়েছে। মাঠে বিভিন্ন ধরনের ফসল উৎপাদন করেন তারা। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার নির্মাণকাজ চলায় কৃষিপণ্য পরিবহনসহ চলাচলে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। তার ওপর নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে কাজ করা হলে রাস্তা টেকসই হবে না। এতে তাদের ভোগান্তি আরও বাড়বে।

তাদের ভাষ্য, দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ করে রাস্তা নির্মাণ করা হলেও কাজের মান নিয়ে এখন নতুন করে শঙ্কা তৈরি হয়েছে। সড়কটি যেন দ্রুত নষ্ট না হয়, সেজন্য নির্মাণকাজে নির্ধারিত মান বজায় রাখার দাবি জানিয়েছেন তারা।

এদিকে নির্মাণকাজে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগের বিষয়ে ঠিকাদার শিমুলের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও তিনি কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

এ বিষয়ে সদর উপজেলা এলজিইডির প্রকৌশলী মো. আক্তার হোসেন বলেন, যদি কোনো ধরনের নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রী থাকে, তাহলে সেগুলো ঠিকাদারকে অপসারণ করতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। কোনো অনিয়ম আমি মানব না।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

পোনা অবমুক্ত করেন।

এ সময় মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বাবলু সূত্রধর, উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা আঁখি আখতার, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান ও সাংগঠনিক সম্পাদক রোমানা আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।

উপজেলা মৎস্য বিভাগ জানায়, অভ্যন্তরীণ জলাভূমি, বর্ষাপ্লাবিত ধানক্ষেত, প্লাবনভূমি, প্রাতিষ্ঠানিক জলাশয় ও অন্যান্য জলাশয়ে দেশীয় মাছের উৎপাদন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে এ পোনামাছ অবমুক্তকরণ কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়েছে।

মেহেরপুরে আন্তর্জাতিক শান্তি দিবসে র্যালি ও আলোচনা সভা

আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস ২০২৬ উপলক্ষে মেহেরপুর সদরে র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এফসিডিওর অর্থায়নে এবং দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের সহযোগিতায় রবিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) নতুন মদনাডাঙ্গা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

শান্তি, সম্প্রীতি, সহনশীলতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার বার্তা ছড়িয়ে দিতে আয়োজিত কর্মসূচির শুরুতে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে একটি র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি বিদ্যালয় চত্বর প্রদক্ষিণ করে পুনরায় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এসে শেষ হয়। এতে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মচারী ছাড়াও বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও যুব সংগঠনের প্রতিনিধি এবং স্থানীয় শান্তিকামী নাগরিকরা অংশ নেন।

পরে বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে আন্তর্জাতিক শান্তি দিবসের তাৎপর্য ও এবারের প্রতিপাদ্য নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এ বছর আন্তর্জাতিক শান্তি দিবসের প্রতিপাদ্য—“Invest in Peace: For Everyone, Everywhere, Every Day”, যার বাংলা অর্থ “শান্তিতে

বিনিয়োগ করুন—সবার জন্য, সর্বত্র, প্রতিদিন।”

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, সমাজে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহনশীলতা, সংলাপ ও সহযোগিতার বিকল্প নেই। ভিন্নমতের প্রতি সম্মান দেখিয়ে সংঘাত ও সহিংসতা পরিহার এবং আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে।

শান্তিপূর্ণ ও সম্প্রীতিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তি, পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সামাজিক সংগঠনসহ সবাইকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান তারা।

অনুষ্ঠানে পিএফজির অ্যাম্বাসেডর সাইয়্যেদাতুন নেসা নয়ন, ওয়েভ সমন্বয়কারী সুমী বিশ্বাস, সোনিয়া আক্তার সোমেনা ও ওয়াইপিএজি সদস্য মুন্নি খাতুন উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, সহকারী শিক্ষক মোহাম্মদ আফজাল হোসেন, সহকারী শিক্ষিকা সাইফুন নেছা ও হারুন অর রশিদ, শিক্ষার্থী ও কর্মচারী, বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও যুব সংগঠনের প্রতিনিধি, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং শান্তিকামী নাগরিকরা উপস্থিত ছিলেন।

কর্মসূচির মাধ্যমে মেহেরপুর সদরে শান্তি, সম্প্রীতি, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহাবস্থানের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।

বামন্দী-কাজীপুর সড়কটি যেনো মৃত্যু ফাঁদ

কৃষি নির্ভর মেহেরপুরের বানিজ্যিক এলাকা খ্রেত গাংনী উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ বামন্দী-কাজীপুর সড়কটি দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ায় চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। সড়কের বিভিন্ন স্থানে সৃষ্টি হয়েছে বড় বড় গর্ত ও খানাখন্দ। কিছু স্থানের গর্তের গভিরতা এক থেকে দেড় ফিট পযর্ন্ত হবে। সামান্য বৃষ্টি হলেই এসব গর্তে পানি জমে

পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। এতে প্রতিনিয়ত ছোট-বড় দুর্ঘটনা ঘটছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

স্থানীয়দের অভিযোগ, বছরের পর বছর ধরে সড়কটির এমন বেহাল দশা হলেও সংস্কারে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নিতে দেখা যাচ্ছে না সড়ক বিভাগকে। ফলে সময় গড়িয়ে যাওয়ার সাথে সাথে সড়কটি যেন এখন মরন ফাদে পরিনত হচ্ছে। তবে উপজেলা প্রকৌশল দপ্তর বলছে, বরাদ্দ না থাকায় সংস্কার কাজ করতে বিলম্ব হচ্ছে তাদের।

স্থানীয়রা জানান, বামন্দী-কাজীপুর সড়কটি গাংনী উপজেলার অন্যতম ব্যস্ত সড়ক। এই সড়কটি দুটি জেলার মানুষের সংযোগ সড়ক হিসেবেও পরিচিত। এ পথে বাস, ট্রাক, নসিমন, অটোরিকশা, পাখিভ্যান ও মোটরসাইকেলসহ বিভিন্ন ধরনের যানবাহন চলাচল করে।

কিন্তু দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ায় সড়কের অধিকাংশ জায়গায় বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। বৃষ্টির সময় গর্তগুলো পানিতে তলিয়ে যাওয়ায় কোথায় গর্ত আর কোথায় সমতল, তা বোঝা কঠিন হয়ে পড়ে। যার ফলে এসড়কটি একটি দুর্ঘটনার ফাদে রুপ নিয়েছে।

পথচারী গৃহবধু শারমিন আক্তার বলেন, এইসড়কটি দিয়ে আমাদের জেলা ও উপজেলা শহরে যাওয়া লাগে। এত গুরুত্বপূর্ণ একটি সড়কটি, অথচ এই সড়কে চলাচল করা যায় না। কেন কর্তৃপক্ষ উদ্যোগ নিচ্ছে না, সেটাও বুঝতে পারছি না। এই সড়ক দিয়ে চলাচলকারী যানবাহনের চালকেরা সব সময় আতঙ্কে থাকেন কখন গাড়ি গর্তে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমার এক চাচাতো বোনের বাচ্চা নিয়ে যাওয়ার সময় গাড়ি উল্টে তার হাত ভেঙে গেছে। একটু বৃষ্টি হলে সড়কটিতে পানিতে ডুবে যায়।

পাখিভ্যানচালক টিটু হোসেন বলেন, আমি ভ্যানে করে ইটসহ আড়তের মালামাল নিয়ে ভাড়ায় যায়। বর্তমানে এই রাস্তায় ভাড়া ধরতেও মন চায় না। পরিবারের মুখে একমুঠো ভাত তুলে দেওয়ার জন্য বাধ্য হয়ে এ রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে হয়। অনেক সময় যা আয় হয়, গাড়ি নষ্ট হলে তার চেয়ে বেশি খরচ হয়। সড়কটি দ্রুত সংস্কার করা দরকার। আর কোনমতে আটকে গেলে পাঁচজন মিলে ধাক্কা দেয়া লাগে।

নসিমনচালক আক্কাস আলী বলেন, আমি প্রতিদিন চাউল লোড করে গাংনী যায়। গাংনী উপজেলায় এর চেয়ে খারাপ রাস্তা চোখে পড়ে না। আমাদের গাড়ি প্রায়ই নষ্ট হয়। মেরামত করতে বাড়তি খরচ গুনতে হয়। অনেক দুর্ঘটনাও দেখেছি। বড় কোনো দুর্ঘটনার আগেই সড়কটি সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।

স্কুল শিক্ষক ফারুক আহমদ বলেন, আমাদের বাচ্চাদের স্কুল কলেজ যাওয়ার প্রধান সড়ক এটি। অথচ বতর্মান সময়ে এই সড়কটি দিয়ে চলাচল করা একদম অসম্ভব হয়ে পড়েছে। আমাদের অনেক শিক্ষার্থী এই সড়ক দিয়ে যাওয়ার সময় কাদা-পানি লেগে পোশাক নষ্টের পাশাপাশি শারীরিক ভাবেও ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। তাই এটি দ্রুত সংস্কারের জন্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষন করছি।

বামন্দী পশুহাট ইজারাদার আব্দুল আওয়াল বিশ্বাস বলেন,জেলার সবচেয়ে বড় পশুহাট বামন্দী। যেখান থেকে জেলার সবচেয়ে বেশি অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা পড়ে । এই অঞ্চলে জেলা সবচেয়ে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বেশি। অথচ সেই বাজারের সড়কটির এমন বেহাল দশা। ভাবতেই খারাপ লাগে। আমাদের দাবি সড়কটি যেনো দ্রুত সংস্কার করা হয়। সেই সাথে এই সড়কের জলাবদ্ধতা নিরষনের জন্য ড্রেনেজ ব্যাবস্থা খুবই জরুরি। তা না হলে এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব হবে না।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের গাংনী উপজেলা প্রকৌশলী রোকনুজ্জামান বলেন, বামন্দী-কাজীপুর সড়ক মেরামতের জন্য ঊর্ধ্বতনদের কাছে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পাঠানো হয়েছে। বরাদ্দ আসলেই দ্রুত কাজ শুরু করা হবে।

মেহেরপুর-৭৪/২ (গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য মোঃ নাজমুল হুদা বলেন,সড়কটি অত্যন্ত বেহাল অবস্থায় রয়েছে। এই সড়কসহ উপজেলার অন্যান্য সড়কের বিষয়ে ঊর্ধ্বতনদের কাছে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেওয়া হয়েছে।

মেহেরপুরে মহিলা দলের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

পরিকল্পিত সন্ত্রাসের মাধ্যমে দেশকে অস্থিতিশীল করার অপচেষ্টার প্রতিবাদে মেহেরপুরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে জেলা জাতীয়তাবাদী মহিলা দল।

আজ শনিবার বিকেলে জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ও জেলা মহিলা

দলের উপদেষ্টা রোমানা আহমেদের নেতৃত্বে জেলা শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গণ থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি বের হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে জেলা বিএনপির কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

পরে সেখানে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে রোমানা আহমেদ বলেন, পরিকল্পিত সন্ত্রাস ও অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির যেকোনো অপচেষ্টা প্রতিহত করতে জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। দেশের শান্তি, স্থিতিশীলতা ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখতে সবাইকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান তিনি।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন গাংনী মহিলা দলের সভাপতি ফরিদা পারভীন, সাধারণ সম্পাদক খালেদা ইয়াসমিন, মেহেরপুর জেলা মহিলা দলের সহসভাপতি সাবিহা সুলতানা, জেলা বিএনপির সাবেক মহিলা বিষয়ক সম্পাদক নাজমুন নাহার রিনা, পৌর বিএনপির ৪ নম্বর ওয়ার্ডের সভাপতি সালমা খাতুন, সাবেক মহিলা কাউন্সিলর মনোয়ারা খাতুন, রওশনারা, পেয়ারাসহ জেলা, পৌর ও বিভিন্ন ওয়ার্ডের মহিলা দলের নেতাকর্মীরা।

এ ছাড়া মহিলা দল নেত্রী নবীনা মল্লিক, ফাতেমা, রুপালি, জ্যোতি, কনা, নাজু, জাকিয়া, চায়না, লায়লা, সুজাতা সেনসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগর স্মৃতি কমপ্লেক্স পরিদর্শন করলেন এমপি শওকত আরা আক্তার

মুজিবনগর স্মৃতি কমপ্লেক্স পরিদর্শন করেছেন সংরক্ষিত মহিলা আসন-৩৩ এর সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট শওকত আরা আক্তার উর্মি। শনিবার (২৬ সেপ্টেম্বর) বিকালে মুজিবনগর স্মৃতি কমপ্লেক্সে পৌঁছালে বিএনপির নেতাকর্মীরা তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

এ সময় নেতাকর্মী ও স্থানীয় বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সঙ্গে তাকে শুভেচ্ছা ও কুশল বিনিময় করেন তিনি।

পরে সংসদ সদস্য শওকত আরা আক্তার উর্মি ঐতিহাসিক মুজিবনগর স্মৃতি কমপ্লেক্সের বিভিন্ন স্থান ঘুরে দেখেন। পরিদর্শনকালে তিনি ঐতিহাসিক স্থাপনাগুলো সম্পর্কে খোঁজখবর নেন এবং সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

এ সময় তিনি স্থানীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন, সাংগঠনিক কার্যক্রমের খোঁজখবর নেন এবং ঐতিহাসিক মুজিবনগরের স্মৃতিবিজড়িত স্থান পরিদর্শন করেন। নেতাকর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্য, শৃঙ্খলা ও জনসম্পৃক্ততা আরও জোরদার করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি।

মুজিবনগরের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও রাজনৈতিক-সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডকে সামনে রেখে মানুষের পাশে থেকে গঠনমূলক ও জনকল্যাণমুখী কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।

এ সময় মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন,সাধারন সম্পাদক কামরুল হাসান,মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম,সাধারন সম্পাদক মশিউর রহমানসহ আরো উপস্থিত ছিল মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি, যুবদল ছাত্রদল ও অন্যান্য অঙ্গ সংগঠন নেতৃবৃন্দ।

মেহেরপুরে ছাত্রদল, যুবদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের মিছিল-সমাবেশ

‎দেশ-বিরোধী ষড়যন্ত্র পরিকল্পিতভাবে দেশে অস্থিতিশীল নৈরাজ্য সৃষ্টির অপচেষ্টার বিরুদ্ধে মিছিল ও সমাবেশ করেছে মেহেরপুর জেলা ছাত্রদল, যুবদল ও স্বেচ্ছাসেবক দল।

শনিবার বিকাল সাড়ে পাঁচটার দিকে মেহেরপুর সড়ক ও জনপদ অফিসের সামনে থেকে একটি মিছিল বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক

প্রদক্ষিণ করে সরকারি মহিলা কলেজ রোডে গিয়ে শেষ হয়।

এর আগে সেখানে জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদের সভাপতিত্বে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)’র জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও মেহেরপুর ১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক ও পৌর বিএনপি সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস।

সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজির, সদর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক শহিদুল ইসলাম সেন্টু, জেলা কৃষক দলের আহবায়ক মাহবুবুর রহমান।

বিক্ষোভ মিছিলে মেহেরপুর জেলা যুবদল, ছাত্রদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতৃবৃন্দরা অংশগ্রহণ করেন।
‎

পণ্য সরবরাহ স্বাভাবিক হলেও ক্রেতা সংকটে বিক্রি কম

মেহেরপুরের বাজারে মাছের দাম গত সপ্তাহের তুলনায় তেমন কমেনি। চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম থাকায় মাছের দাম বাড়তি রয়েছে বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। এতে নিম্ন ও স্বল্প আয়ের মানুষের মাছ কিনতে হিমশিম খেতে হচ্ছে।

অন্যদিকে, গত সপ্তাহের তুলনায় অধিকাংশ সবজির দাম কিছুটা কমে বর্তমানে স্বাভাবিক পর্যায়ে রয়েছে। তবে সব মিলিয়ে বাজারে ক্রেতার উপস্থিতি কম থাকায় বিক্রিও কমেছে বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

গতকাল শুক্রবার সকালে মেহেরপুর শহরের বিভিন্ন বাজার ঘুরে দেখা যায়, বাজারে বিভিন্ন ধরনের সবজি, মাছ, মাংস ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ রয়েছে।

অধিকাংশ সবজির দাম গত সপ্তাহের তুলনায় কিছুটা কমলেও ক্রেতাদের

উপস্থিতি তুলনামূলক কম।

খুচরা বাজারে প্রতি কেজি পেঁয়াজ ৪৫ টাকা, রসুন ১০০, কচু ৪০, টমেটো ৯০, কাঁচামরিচ ১০০, বেগুন ১০০, আদা ১৭০, শসা ৪৫-৫০, কলা ৫০, আলু ২৫, লাউ ৫০, পেঁপে ১৫, বরবটি ৭০, গাজর ১৪০, ওল ৫০, লালশাক ৪০, পটল ৫০, ঢেঁড়স ৫০, মিষ্টি কুমড়া ৬০, ঝিঙে ৫০, করলা ৫০ এবং কাঁকরোল ৫০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

পাইকারি বাজারে প্রতি কেজি পেঁয়াজ ৩৬ টাকা, রসুন ৮৫, কচু ৩০, টমেটো ৭০, কাঁচামরিচ ৯০, বেগুন ৯০, আদা ১৪০, শসা ৩৫, কলা ৪০, আলু ১৯, লাউ ৪০, পেঁপে ১০, বরবটি ৬০, গাজর ১২০, ওল ৪০, লালশাক ৩০, পটল ৪০, ঢেঁড়স ৩৫, মিষ্টি কুমড়া ৪৭, ঝিঙে ৪০, করলা ৪০ এবং কাঁকরোল ৪০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

চাল, ডাল ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মধ্যে আটাশ চাল ৫৫ টাকা, লালসন্য চাল ৫০, আটা ৪৫, মসুরি ডাল ১১০, কলাই ডাল ১৮০, মটর ডাল ৬০, সুলা ডাল ১১০ এবং চিনি ১১৫ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

মাছের বাজারে প্রতি কেজি রুই ৩৫০ টাকা, সিলভার ২২০, তেলাপিয়া ২৪০, পাঙ্গাস ২০০, গ্লাসকাপ বড় ৪০০, মাঝারি ইলিশ ৭০০, বড় কাতলা ৪০০, চিংড়ি ৮০০, জিউল ৩৫০, কই ২২০ এবং বাটা ২৫০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

মাছের পাইকারি দামও তুলনামূলক বেশি। রুই ৩২০ টাকা, সিলভার ১৯০ টাকা, তেলাপিয়া ২২০ টাকা, পাঙ্গাস ১৮০ টাকা, গ্লাসকাপ বড় ৩৩০, ইলিশ ৬৭০ , কাতলা ৩৭০, চিংড়ি ৭৫০, জিউল ৩০০, কই ২০০ এবং বাটা ২৩০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

মাছের দাম বেশি হওয়ায় ক্ষোভ জানিয়েছেন সাধারণ ক্রেতারা। মাছ ক্রেতা মকলেস মিয়া বলেন, “আমরা নিম্ন আয়ের মানুষ। তেলাপিয়া ও সিলভার মাছের দাম কিছুটা কমলে আমাদের মতো স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য বাজার করা সহজ হতো। চাহিদার তুলনায় বাজারে মাছের পরিমাণ কম থাকায় দামও কমছে না।”

আরেক মাছ ক্রেতা বলেন, “মাছের দাম গত সপ্তাহের মতোই বেশি। পরিবারের প্রয়োজন অনুযায়ী মাছ কিনতে গেলে অন্যান্য বাজারের খরচ কমাতে হচ্ছে। স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য এ দামে নিয়মিত মাছ কেনা কঠিন।”

মাছ ব্যবসায়ী সুনিল কুমার হালদার বলেন, “প্রতিদিনের মতো আজও মাছের চাহিদা রয়েছে। তবে গত সপ্তাহের তুলনায় মাছের বাজারে তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। সরবরাহ ও চাহিদার ওপর ভিত্তি করেই দাম রয়েছে।”

সবজি ক্রেতা মনিরুল ইসলাম বলেন, “ইদানীং বাজারে সব ধরনের সবজি পাওয়া যাচ্ছে। গত সপ্তাহের তুলনায় আজ সবজির দাম কিছুটা কমেছে। গত সপ্তাহে বেগুন ১৩০ টাকা কেজি দরে কিনেছিলাম, আজ ১০০ টাকা দরে কিনেছি। দাম আরও কিছুটা কমলে সাধারণ মানুষের জন্য ভালো হতো।”

ক্রেতা তুষার বলেন, “বেগুন, টমেটো ও গাজর ছাড়া গত সপ্তাহের তুলনায় বেশিরভাগ সবজির দাম কিছুটা কমেছে। তবে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম আমাদের আয়ের তুলনায় এখনো বেশি। সবকিছু একসঙ্গে কেনা স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য কঠিন।”
করলা চাষি আসাদুল মিয়া বলেন, “দুই সপ্তাহ ধরে আমরা করলা প্রায় ৪০ টাকা কেজি দরে বিক্রি করছি। এখন আবহাওয়া ভালো থাকলে এবং করলার ফলন ঠিক থাকলে হয়তো চাষিরা লাভবান হতে পারবেন।”

কাঁচাবাজারের ব্যবসায়ী জাব্বার আলী বলেন, “মেহেরপুর বড়বাজারে সব ধরনের সবজি, মাছ, মাংস ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য পাওয়া যায়। কিন্তু বর্তমানে বাজারে ক্রেতার উপস্থিতি খুবই কম। আগে যে পরিমাণ বেচাকেনা হতো, এখন তার অর্ধেকেরও কম হচ্ছে।”

তিনি আরও বলেন, “গত সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে অনেক সবজির দাম কমেছে। তবে ক্রেতা কম থাকায় বিক্রি কমে গেছে। অলিগলিতে এবং অধিকাংশ মুদিখানার দোকানেও সবজি বিক্রি হওয়ায় বড় বাজারে খুচরা বিক্রির পরিমাণও কমেছে।”

ব্যবসায়ী আশকার আলী বলেন, “করলা ও কাঁচামরিচসহ কয়েকটি সবজি ছাড়া অধিকাংশ সবজির দাম গত সপ্তাহের তুলনায় ১০ থেকে ২০ টাকা কমেছে। বর্তমানে চাষিদের উৎপাদন খরচের তুলনায় সবজির দাম স্বাভাবিক রয়েছে। তবে বাজারে ক্রেতাদের উপস্থিতি খুবই কম।”

মাংসের বাজারে খাসি ১ হাজার ১০০ টাকা, গরুর মাংস ৭৫০ এবং ছাগির মাংস ৯০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া বয়লার মুরগি ১৭০-১৮০ টাকা, সোনালি ২৬০-২৮০, লেয়ার ৩৪০-৩৫০, দেশি মুরগি ৬৫০, চিনিহাঁস ৪৫০, পাতিহাঁস ৩৫০-৪০০ এবং রাজহাঁস ৪৫০-৫০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

ব্যবসায়ীরা বলছেন, বাজারে পণ্যের সরবরাহ মোটামুটি স্বাভাবিক থাকলেও ক্রেতার উপস্থিতি কমে যাওয়ায় বেচাকেনা কমেছে।

বিশেষ করে স্বল্প ও নিম্ন আয়ের মানুষ প্রয়োজনীয় পণ্য কিনলেও মাছসহ তুলনামূলক বেশি দামের পণ্য কেনার ক্ষেত্রে পরিমাণ কমিয়ে দিচ্ছেন।